প্রথম আলো

তারিখ ... 14 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ২ ...

স্কুলের ভেতর বিয়ের আয়োজন

মানসুরা হোসাইন

ডিশ ভর্তি কাটা মুরগি। কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজসহ অন্যান্য মসলাও আছে প্রয়োজনমতো। অ্যালুমিনিয়ামের বড় বড় পাতিলও সারি করে রাখা। বারান্দায় মুখ বন্ধ পাঁচ-ছয়টি দই-মিষ্টির হাঁড়ি। শুধু খাবারই নয়, আছে আলোকসজ্জার ব্যবস্থাও।

এত সব আয়োজন দেখে মনে হতে পারে, কোনো কমিউনিটি সেন্টারে বিয়ে বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে। কিন্তু এটা কোনো কমিউনিটি সেন্টার নয়। রাজধানীর নবাব কাটরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই অবস্থা। অবশ্য গতকাল বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসও হয়েছে। তার মধ্যেই চলছে অনুষ্ঠানের আয়োজন।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে আকাশে ঘন মেঘের আনাগোনা। চারপাশ বেশ অন্ধকার। তার মধ্যেই মরিচের মতো দেখতে বাতিগুলো জ্বলে ওঠে। অন্যদিকে ভাড়া করা বাবুর্চিদের ব্যস্ততা। কাজ করতে করতে একজন জানালেন, 'আয়োজন দেখে তো মনে হয় বিয়া হবে।' তবে আরেকজন জানালেন, জন্মদিন উদ্‌যাপন করা হবে।

দোতলা ভবনের নিচতলার বেগম রোকেয়া কক্ষসহ বেশ কয়েকটি কক্ষের টেবিল ও বেঞ্চ এক জায়গায় জড়ো করে রাখা। সেখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করছিলেন স্কুলের দেখভালকারী সাদেক। তিনি বিয়ে, না জন্মদিন—কী অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে, তা বলতে পারলেন না।

স্কুলের সামনে ঘাস উঠে যাওয়া বেশ বড় একটি মাঠ। কাদা পানিতে সেখানে খেলছিল এলাকার ছোট ছেলেরা। ভবনের সামনে বড় বড় করে লেখা, স্কুলটি স্থাপিত হয়েছে ১৯৬৪ সালে। স্কুলের দুই দিকের দুই ফটক খোলা। ৬৭/১ নবাব কাটরা (নিমতলী) ঠিকানার স্কুলটিতে ঢুকতে বা বের হতে কেউ কোনো বাধা দিলেন না। এলাকার একজন এসে প্রতিবেদকের কাছেই জানতে চাইলেন, 'আপা, আপনার কোনো অনুষ্ঠান?'

টেলিফোনে স্কুলটির প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কার কী অনুষ্ঠান হচ্ছে, তা আমি জানি না। স্কুলে গায়েহলুদ, বিয়ে বা সামাজিক অনুষ্ঠান প্রায়ই হয়। আমি দুই বছর ধরে স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছি। স্কুলে যোগ দেওয়ার পরই বংশাল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি, স্কুলে এ ধরনের অনুষ্ঠান যাতে না হয়। অন্তত স্কুল খোলা থাকলে যাতে না করা হয়। কাল (বুধবার) সকাল সাড়ে সাতটা থেকে স্কুল শুরু। আর এই অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে রাত ১২টা বেজে যাবে। তারপর সবকিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা সম্ভব না। আর একজন শিক্ষক হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন হোক, তা আমি কখনোই সমর্থন করি না।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্কুলের আরেকজন শিক্ষক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা চাকরি করি। রাজনৈতিক ও এলাকার চাপে কোনো কথা বলতে পারি না। এ ছাড়া পুরান ঢাকার প্রায় সব স্কুলেই এ ধরনের অনুষ্ঠান হচ্ছে।'

স্কুলে অনুষ্ঠান আয়োজন হলে স্কুলের তহবিলে অনুষ্ঠান আয়োজকেরা কোনো টাকাপয়সা জমা দিচ্ছেন কি না জানতে চাইলে প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যসচিব মিজানুর রহমান বলেন, 'স্কুলের তহবিলে কোনো টাকাপয়সা জমা হয় কি না, তা আমি জানি না। তবে এলাকার লোকজন এবং কমিটির সদস্যরা স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনে সহায়তা করে। স্কুলের লাইট, ফ্যান নষ্ট হলে ঠিক করে দেন। স্কুলের দেখভালকারী একজনের বেতন দিচ্ছেন।'

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি এলাকার ব্যবসায়ী হাজি মো. আরমান টেলিফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'মঙ্গলবারে তো স্কুলে কোনো অনুষ্ঠান হওয়ার কথা না। অনুষ্ঠান হলে তো শুক্রবারে হয়। এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমি ঠিক জানি না।'